*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 1008 - 1013*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# ভারতের অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা এবং রাষ্ট্র নির্মাণ : একটি বিশ্লেষণ

আবির থানাদার
পিএইচডি স্কলার
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
**Email ID :** abirju1997@gmail.com

***Received Date*** *20. 12. 2024*
***Selection Date*** *01. 02. 2025*

***Keyword***
*Colonialism, Cultural diversity, India, Nationalism, Nation building, Past tradition*

***Abstract***

*After World War II, non-european territories gradually began to free themselves from the grip of colonialism. Due to the diversity of social identities, non-Western societies faced complex issues related to the nation building process. India is a notable example of this. The process of nation-building always needs a political center which is formed under nationalism. In Europe, the diversity, variety, and contradictions among social identities are not as pronounced as in non-Western countries. Thus, the complexities associated with nation-building are less there. For instance, nation-building in Europe has often centered around a single identity, such as linguistic identity, or racial identity. For example, Germany formed on the basis of ethnic-racial identity.*

*However, in Eastern countries, the process of nation-state formation has become more complex due to significant differences in social identities. In this context, two tendencies are observed in the nation-state construction of India. Although both tendencies are modern in origin, the first has its roots in past traditions, while the second is politically constructed. In other words, the first tendency is related to India's 'cultural nationalism,' while the second is closely linked to India's 'political nationalism.'*

*This essay will primarily discuss how nationalism and national identity are constructed through India's past traditions, social and cultural values, historical elements, and mythological characters as the 'memory of the nation.' It will also explore how cultural aspects have combined with political processes to shape the Indian territory into a modern nation-state, despite its diverse characteristics.*

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

## Discussion

**১. জাতিরাষ্ট্র কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক ধারণা ও বিতর্ক :** পৃথিবীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন কৌম পরিচিতি গত বৈচিত্র্যতা ক্রমে কমে আসছে। সেটি ক্রমশ একমাত্রিক পৃথিবী নির্মাণের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। জাতি-রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার একটি একমাত্রিক অভিমুখ রয়েছে এবং যেটির চলমানতা নির্দিষ্ট সাল বা তারিখ দিয়ে বেঁধে দেয়া সম্ভব নয়। এটি একটি প্রবাহ, ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে পরিচিতি নির্মাণ, বিনির্মাণ এবং নবনির্মাণের মধ্যে দিয়ে। পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং জাতির রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে ১৬৪৮ সালের তাৎপর্যপূর্ণ 'ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তির' মধ্যে দিয়ে। এই রাজনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি ইউরোপে রাষ্ট্র কেন্দ্রিক চিন্তার বীজ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে Thomas Hobbes থেকে Friedrich Hegel - এর রাষ্ট্র দর্শনে। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে অইউরোপীয় ভূখণ্ড গুলি ক্রমশ স্বাধীন হতে থাকে উপনিবেশিকতাবাদের নিগড় থেকে। বিভিন্ন সামাজিক পরিচিতির বৈচিত্রের কারণে অপাশ্চাত্য সমাজে গড়ে ওঠে জাতি রাষ্ট্রের নির্মাণ কেন্দ্রিক জটিল সমস্যা। যাইহোক বিংশ শতকের শেষের দিকে জাতি এবং জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য ভাষ্য গুলি গড়ে উঠেছে সেগুলি এখানে আলোচিত হবে।

প্রথমটি হল জাতি রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া এবং জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে Ernest Gellner-এর ব্যাখ্যা। মধ্যযুগে ইউরোপের সমাজের মধ্যে একটি প্রকট বিভাজন রেখা ছিল। উচ্চ সংস্কৃতি এবং নিম্ন সংস্কৃতির মধ্যে এই বিভাজন রেখা মুছে ফেলার তাগিদ তাদের মধ্যে ছিল না। দুটি সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল খুবই সীমিত। Gellner-এর মতে আধুনিকতার হাত ধরে বা আধুনিক উন্নয়নের হাত ধরে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন রূপান্তর ঘটে। সামগ্রিকভাবে এই সঞ্চালনের ফলে শিল্পায়ন এবং শহরায়ন তৈরি হতে থাকে। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের সঞ্চালন ঘটে ব্যাপকভাবে। কিন্তু শহরে আসার পর মানুষের মধ্যে তেমন ঐক্য গড়ে ওঠেনি কারণ সংস্কৃতিক পরিচিতি গত বিভাজন থাকার দরুন। তাই আধুনিক সমাজে সহজাত ঐক্যের কোন ভিত্তি না থাকার কারণে 'কৃত্রিম জাতীয়তাবাদী গণসংস্কৃতির' প্রয়োজন গভীরভাবে দেখা দেয়। বলা বাহুল্য এই গণসংস্কৃতির উদ্ভবের পিছনে কাজ করেছিল মূলত শিক্ষা। এখান থকেই জন্ম নেয় একধরনের কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ। ফলস্বরুপ আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। আধুনিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে তিনি নাগরিক জাতীয়তাবাদের (Civic Nationalism) কথা উল্লেখ করেন। অন্যদিকে গ্রাম থেকে ফেলে আসা যে সামাজিক পরিচিতি গুলি মানুষ বহন করত সেই পরিচিতি গুলিকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে সেগুলি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী গত জাতীয়তাবাদ (Ethnic Nationalism) নামে পরিচিত। এই ব্যাখ্যাটি ছিল মূলত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার নির্ভর একটি ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। আশির দশকের প্রথম দিকে Benedict Anderson তার "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism" শীর্ষক গ্রন্থে জাতি এবং জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় তিনি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমটি ধারণাগত পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি বস্তুগত পরিবর্তন। ধারণাগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় তিনি দেখান যে অতীতে মানুষের মূল লক্ষ্য ছিল মৃত্যু কেন্দ্রিক চিন্তা। অর্থাৎ মৃত্যু ভয়কে অতিক্রম করাই ছিল মানুষের মূল লক্ষ্য। প্রথমে মানুষ ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল। আন্ডারশনের মতে ঈশ্বর বিশ্বাস ততদিন থাকে যতদিন মৃত্যু ভয় বর্তমান থাকে। রেনেসাঁর হাত ধরে আধুনিকতা এবং বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ গড়ে উঠতে থাকে ফলে পূর্বের প্রথাগত ধারণা এবং পরলোকগত ব্যাখ্যা ক্ষীন হয়ে ওঠে। এই ক্ষীন জায়গায় একটি শূন্যস্থান তৈরি হয়। শূন্যতা পূরণ করতে জাতীয়তাবাদের ধারণা এগিয়ে আসে। অবশেষে যে ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি হল: পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়টির প্রাধান্য না পেয়ে জাতির মধ্যে দিয়ে মানুষ অমরত্ব লাভ করবে কারণ জাতি শেষ নেই। দ্বিতীয়ত বস্তুগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি যে ব্যাখ্যাটি তুলে ধরেন সেটি হল ইউরোপে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানব জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আগে ইউরোপে ল্যাটিন ভাষাই ছিল মূল লেখ্য ভাষা। কিন্তু মুদ্রণ ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে স্প্যানিশ, ইংরেজি, ডাচ, ফরাসি ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষা দ্রুত প্রসার পেতে থাকে এবং সাধারন মানুষ নিজেদের মতামত চিন্তা ভাবনার আদান-প্রদান করতে পারে এই সকল ভাষার মাধ্যমে ফলে ইউরোপীয় সমাজে তাদের ভাষা কেন্দ্রিক এক ধরনের জাতীয় ঐক্য নির্মিত হয়। মৃত্যু এবং ঐশ্বরিক ধারণা থেকে সরে এসে ভাষা, পুঁজিবাদ এবং আধুনিকতা কিভাবে জাতীয়তাবোধ ও 'ইমাজিন কমিউনিটির' ধারণা নির্মাণ করেছিল সেটির ব্যাখ্যা তিনি এখানে করেছেন।

তৃতীয় ব্যাখ্যাটি Tom Nairn-এর 'Faces of Nationalism' (১৯৯৭) শীর্ষক গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়। তিনি মূলত জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা উপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপট থেকে করেন। উপনিবেশিক কাঠামোয় বসবাসকারী পরাধীন মানুষ ক্রমে অনুভব করল যে তাদের শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো শ্বেতাঙ্গরা। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধুনিকতার প্রয়োগ করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই উপনিবেশিক মানুষ সহজেই বুঝতে পারল যে উপনিবেশিক শক্তিকে হারাতে হলে পুরানো বা সাবেকি ব্যবস্থার মাধ্যমে তার সম্ভব নয়; সেই জন্য তাদের প্রয়োজন আধুনিকীকরণ। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এই সময় তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার প্রসার ঘটতে থাকে। তারফলে মতবিনিময়ে অনেক সহজ হল। এরই মধ্যদিয়ে উপনিবেশিক সমাজে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসত্ত্বা নির্মিত হল। তিনি জাতীয়তাবাদের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উপনিবেশিকতাবাদকে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি জাতীয়তাবাদকে ফলাফল হিসেবে দেখে।[১]

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক চিন্তার স্রোতকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পার্থ চ্যাটার্জী। তার ব্যাখ্যাটি মূলত একটি সমালোচনাত্মক ব্যাখ্যা। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীর মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদের কথা উঠে এসেছে সেটির ব্যাখ্যা করেন যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিভাজনরেখা টেনে ছিলেন, বস্তু জগত এবং আধ্যাত্মিক জগতের দৃষ্টিকোণ থেকে। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের পর্ব অর্থাৎ গণসঞ্চালন বা রাজনৈতিক গণজোয়ারের বিষয়টি আলোচনা করেন সেখানে গান্ধীজীর 'রাম-রাজ্য' এবং গান্ধীজীর চিন্তা কিভাবে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিলছে সেটি ব্যাখ্যা করেন। তৃতীয়ত তিনি জহরলাল নেহেরুর আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের ধারণাটি তুলে ধরেন এবং সমালোচনাও করেন একটি 'এলিট মডেল' হিসেবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে Benedict Anderson-এর 'Imagined Communities' ধারণাটিকে সমালোচনার উত্তরে Partha Chatterjee লেখেন - "Whose Imagined Community?" অ্যান্ডারসন যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইউরোপের জাতীয়তাবাদ একটি 'মডিউলার ফর্মে' উপস্থিত হয়েছে অপশ্চিমী দেশগুলির কাছে এবং তারা এই রূপটিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে পার্থ চ্যাটার্জি একটি 'প্রাচ্যবাদী' ব্যাখ্যা খাড়া করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদকে একটি মডেল রূপে যদি প্রাচ্য দেশগুলির অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাহলে প্রাচ্য দেশগুলির স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তি ও স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের স্রোতকে অস্বীকার করা হয়। যেটি অ্যান্ডারসন করেছেন। উপনিবেশিক দেশ গুলির কোন স্বতন্ত্র চেতনা বা স্বাধীন সত্তা পূর্বে ছিল না, এমন ভাবাটা সম্পূর্ণ ভুল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভারতের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন একটি 'spiritual domain'-এর কথা। যেটি সর্বদাই স্বাধীন ক্ষেত্র হিসাবে বিরাজমান ছিল। যেখানে কলোনিয়াল শক্তিগুলির কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু কলোনিয়াল শক্তিগুলি মূলত তাদের (Material life) বস্তু জগতের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল।[২]

জাতি রাষ্ট্র এবং জাতিগোষ্ঠী (ethnicity) মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক এক্ষেত্রে। কোন জাতি রাষ্ট্র এবং জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে 'আমরা' এবং 'ওরা' এই ধরনের মানসিক একটা পার্থক্য গড়া প্রয়োজন। কিন্তু জাতির রাষ্ট্র এবং জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতি দুটি এক নয়। তাই Donald Horowitz কে অনসুরণ করে বলা যায় যে "ascriptive group identities are such as race, language, religion, tribe or caste can be called ethnic"। জাতিগোষ্ঠী বা এথনিক পরিচিতিগুলি মূলত সামাজিক পরিচিতির উপর নির্ভরশীল কিন্তু জাতি রাষ্ট্রের পরিচিতির নির্মাণ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ একটি সার্বিক রাজনৈতিক চেতনা সেখানে নির্মিত হয়।

**২. নেশন পরিচিতি : সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সমসাময়িক প্রবণতা :** ভারতীয় সমাজে বহু সামাজিক পরিচিতির অবস্থান রয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে পার্থক্যের অবস্থান ও বিস্তর। এই বৈচিত্রপূর্ণ পরিচিতি গুলিকে একটি সহবাসস্থানে আনা বা জাতীয় পরিচিতির মোড়কে অঙ্গীভূত করার কাজটি একটি আধুনিক রাজনৈতিক কাজ বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী গত পরিচিতি যেমন - ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, বেশভূষা, চেহারা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত পরিচিতি ইত্যাদির পার্থক্য থাকার সত্বেও রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসাবে ভারতের উত্থান ঘটেছে। এই নির্মাণের পেছনে কয়েকটি প্রবণতা উল্লেখ করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

প্রথম ব্যাখ্যাটি অবশ্যই ইতিহাসকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ইতিহাস এবং অতীত সংস্কৃতির গহ্বর থেকে জাতি পরিচিতি নির্মাণের মসলা সংগৃহীত হয়েছে।

(ক) ভূখণ্ডগত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার যে ব্যাখ্যাটি এখানে আসে সেটি হল - আজকের ভারত নামক যে সার্বভৌম ভূখণ্ডের ধারণাটি এসেছে সেটি কিন্তু আধুনিক কালের নয়। এর শিকড় ইতিহাসের গভীরে রয়েছে। ভূখণ্ডগত (spatial concept) একটি চেতনা ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিকভাবে চলে এসেছে এই ক্ষেত্রে। অর্থাৎ প্রাচীন গ্রন্থ গুলিতে যেমন রামায়ন এবং মহাভারতে ভারতবর্ষের একটি ভূখণ্ডগত ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈচিত্রতা থাকার সত্বেও ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে ‘মহা চক্রবর্তী সম্রাট’ হওয়ার সুপ্ত বাসনা ছিল। তারা এই বিশাল উপমহাদেশের বৈচিত্রপূর্ণ ভূখণ্ডকে একটি রাজনৈতিক ইউনিট বা মহা চক্রবর্তী সাম্রাজ্য হিসাবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সফল হিসাবে দুটি রাজার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন সম্রাট অশোক এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। অর্থাৎ এই যুক্তি থেকে যে নিষ্কর্ষটি বের হয়ে আসে সেটি হল ভারত ভূখণ্ডের চেতনা। ঐতিহাসিক ভাবে এই spatial ধারণাটি বিভিন্ন রাজ রাজাদের মধ্যে চলে এসেছিল এবং যেটা জাতি নির্মাণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে কাজ করেছে।

(খ) ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান, মিউজিয়াম, অতীত সংগ্রহশালা, আর্কিওলজিক্যাল বস্তু ইত্যাদি ভারতবর্ষের ইতিহাস-চেতনা নির্মাণ এবং জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক গঠনে সহায়তা করে।[৩] মানুষ তার অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা সেখানে পায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। যেমন সম্রাট অশোকের স্তম্ভ বা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান এবং মুঘল-সুলতানি যুগের স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক বস্তু সামগ্রী ইত্যাদি। শুধু তাই নয় ভারতের বিভিন্ন আধুনিক প্রতিষ্ঠান গুলি ‘জাতি গঠনের মানসিক প্রক্রিয়াটি নির্মাণ’ করে থাকে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতির মানুষ এসে জড়ো হয় এবং তাদের মধ্যে এক রকমের মানসিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন (cultural heritage) সংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিও এই জাতি নির্মাণের মানসিকতা গঠন করতে সাহায্য করে। সংগ্রহশালা গুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষজনের মধ্যেই একমাত্রিক বোধ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[৪] পাশাপাশি এ কথা অস্বীকারও করা যায় না ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা গুলি যেখানে তাদের আঞ্চলিক এবং নিজস্ব সংস্কৃতিগত উপাদান সংরক্ষিত থাকে সেগুলি সম্পূর্ণ নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে প্রকাশিত করে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংগ্রহশালাগুলি একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস চেতনার স্পন্দনকে জাগিয়ে তোলে।

(গ) ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠ্যসূচি নির্মাণ পেছনে একধরনের রাজনৈতিক প্রণোদনা বা উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ এটি কখনোই নির্মহভাবে নির্ধারিত হয় না। এই পাঠ্যসূচির ইতিহাসের মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্র কৈশোর কালে ভারতের অতীত ঐতিহ্য এবং গৌরব সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়, যার ফলে ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক না কেন – এটি একধরনের একমাত্রিক জাতি রাষ্ট্রের চেতনা নির্মাণের সহায়তা করে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোত রয়েছে এবং আঞ্চলিক স্রোতের সঙ্গে এই জাতীয় স্রোতের আদান-প্রদানের বিষয়টিও একটি জাতীয় স্তরের ধারণাকে নির্মাণ করে। এ থেকেই ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন স্বরের ঐতিহ্য উন্মোচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উপনিবেশিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সত্তা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে ভারতীয় এবং ইংরেজ এই দুটি বাইনারি বা দ্বৈত অবস্থানের মধ্যে ভারতের অন্যান্য বৈচিত্রময় পরিচিতি গুলি লঘু হয়ে ওঠে। এবং এটি থেকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম জাতি রাষ্ট্র নির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা ছিল যেমন গান্ধীজীর গণ আন্দোলন প্রভাব, সমাজতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলন, বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈপ্লবিক আন্দোলন ইত্যাদি। আর এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান ঘটে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীর একটি চিন্তার স্রোত প্রবাহিত ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক জগতে। যেমন সেটি দানা বেঁধে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে, রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রে এবং ঋষি

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

অরবিন্দ চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে। জাতি নির্মাণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি বৌদ্ধিক ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছিল এইভাবে। উপনিবেশিক সময়কালেই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ এবং জাতির রাষ্ট্রের ধারণাকে কেন্দ্র বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করা গেলেও তার মধ্যে প্রধান দুটি অবস্থান ছিল: প্রথমটি নেহেরুভিয়ান মডেল কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয়টি হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা।

(ক) জওহরলাল নেহেরুর ‘Composite nationalism’-এর ভিত্তি ছিল (unity in diversity) বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার যুক্তিটি। নেহেরুর এই চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর গভীর প্রভাব পড়েছিল। ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে তিনি লেখেন - ‘আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ভারত এমন এক সুন্দর দেশ যেখানে রয়েছে নানা রকম সংস্কৃতি, নানারকম অভ্যাস, প্রথা ও জীবনচর্যা। অর্থাৎ এই দেশটির বৈচিত্র্যের কোনও সীমা নেই এবং তাই ভারত একটি বিশেষ কোনও ধাঁচের মধ্যে ফেলে গড়ে তোলার চেষ্টার কোনও অর্থ হয় না।” অতএব, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আর জাতিগোষ্ঠী গত বিভিন্নতাকে জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধক হিসেবে না মনে করে বরং এগুলিকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বলেই দেখা হবে, যা কিনা জায়মান জাতি-রাষ্ট্রকে শক্তি জোগাবে। ফলে, স্বাধীন ভারতের সংহতি ঘটবে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই ধারণাটিকে ঘিরে। তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যতার গুরুত্বকে। এগুলিকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি দেখেছেন। ভারতীয়ত্বকে বিকশিত করতে হলে ভারতবাসীর পরিরচয়ের বহুত্বকে স্বীকার করতে হবে এবং বহুত্বকে উপযুক্ত স্থান করে দিতে হবে ভারতীয় রাষ্ট্র সত্তার মধ্যে।[৫]

(খ) ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনার আরো একটি প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেটি মূলত হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ নামে বর্তমানে পরিচিত।[৬] বর্তমানে এন.ডি.এ সরকারের মূল ভিত্তি রূপে এইরকম জাতীয়তাবাদকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই জাতীয়তাবাদের শেকড় খুঁজতে গেলে একটু পিছনে পিছিয়ে যেতে হবে। অবশ্যই এর উৎপত্তি উপনিবেশিক সময়কালে। সাভারকার, গোলওয়ালকার, হেডগেয়ার, দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখের দর্শন এবং লেখনীতে এইরকম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের মধ্যে দুই রকমের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় একটি ভূখণ্ডগত ধারণা এবং অন্যটি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার-সংস্কৃতির গত যুক্তি। ভূখণ্ডগত ধারণার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা সাভারকারের লেখনীর মধ্যে পেতে পারি। সাভারকার তার উল্লেখযোগ্য “Hindutva : Who is a Hindu?” (1923) শীর্ষক গ্রন্থে ‘হিন্দুত্ব’ রাজনীতির মূল তাত্ত্বিক কাঠামোটি উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে ‘হিন্দুত্ব’ শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়; একটি ইতিহাস। এটি শুধুমাত্র ভারতীয় জনসাধারণের ধর্মীয় অভ্যাসের ইতিহাস নয়। বরঞ্চ সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত। তিনি একটি ভূখণ্ডের ধারণা এখানে দিয়েছিলেন। সিন্ধু নদ থেকে দক্ষিনে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এই যে মূল ভূখণ্ডকে তিনি হিন্দু সভ্যতার পিঠস্থান, হিন্দুদের বাসভূমি বা পবিত্র ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেন। হিন্দু শব্দের শব্দকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে যেমন ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব এবং নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি এই শব্দটিকে বিদেশিদের দেওয়া অপমানকর শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ হিন্দু শব্দটি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে নিঃসৃত শব্দ নয় বলে তারা মনে করেন। যাইহোক হিন্দুত্বের মূল লক্ষ্য একটি হিন্দু নাগরিক সত্তা-কেন্দ্রিক জাতীয় চেতনা গঠন করা। তিনি এই চেতনাকে রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষাপটে আরোপ করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাইথোলজিক্যাল চরিত্রগুলি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে গুলি কিন্তু জাতি নির্মাণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেমন রামায়ণে ‘বীর হনুমানের’ চরিত্রকে ব্যাপকভাবে জনসমাজে ছড়িয়ে দেওয়া – এটি হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা বলে মনে করা হয়।

ভারতের জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটি পরস্পর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। দুটি প্রবণতার উৎপত্তি আধুনিক হলেও প্রথমটির শিকড় অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এবং অন্যদিকে দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে নির্মিত। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে প্রথম প্রবণতাটি ভারতের ‘cultural nationalism’ - এর কথা বলে এবং দ্বিতীয়টি ভারতের ‘political nationalism’ - এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।[৭]

১৯৪৭-এর পরবর্তীতে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় ভারতের সামনে গুরুতর সমস্যা রূপে দেখা দেয় জাতীয় ঐক্য বা নেশনের সংহতি সাধনের প্রশ্ন। তাই ভারতের বহুত্ববাদ বা বহুস্বরকে স্বীকার করে নিয়ে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 113*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 1008 - 1013*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

পুনর্গঠনের উপর মনোনিবেশ করা হয়। ১৯৫০ সালে সংবিধানের যে-কাঠামো তৈরি হল তাতে একদিকে বৈচিত্র্যের দাবি, অন্যদিকে ঐক্যের প্রয়োজন – দুটিই সমন্বিত হল। সেখানে শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যবস্থা রইল, অন্যদিকে রাজ্যগুলিকে প্রচুর স্বাধিকারও দেওয়া হল। অন্যদিকে বিকেন্দ্রীকরণ আর ভাঙনের তফাত কী সেটি সংবিধান-প্রণেতারা মাথায় রেখেছিলেন। ভারতের এত বৈচিত্র্যতা – এই বৈচিত্র গুলিকে ধরে রাখার জন্য ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা একটি আধুনিক কাঠামো যুক্ত হয়েছিল – সেটি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছিল, ফলে বৈচিত্রতা গুলি এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা ঐক্যের সুরে বাঁধা পড়ে যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ভারতবর্ষের জাতি রাষ্ট্র প্রক্রিয়া থেমে নেই; এটি সর্বদাই সচল একটি প্রক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে জাতি রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তি পরিচিতিকেই বেশি জোর দেয়।[৮] অর্থাৎ ব্যক্তিকে জাতীয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। সেখানে গোষ্ঠীগত পরিচিতি গুলির লঘু হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে ভারতীয় নেশন-গঠনের দুটি দায়বদ্ধতা হল এক, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো। দুই জনগণকে নিয়েই গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

## Reference:

১. Schnee, Walter. 'Nationalism: A Review of The Literature'. *Journal of Political & Military* 29.1 (2001): 1-18. https://www.jstor.org/stable/45292824

২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ. *ইতিহাসের উত্তরাধিকার.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০

৩. Smith, Monica L. 'Archaeology, Museum and The Creation of National Identity in The Indian Subcontinent.' *The Entangled Past: Integrating History and Archaeology – Proceedings of The 30th Annual Conference*. (2000)

৪. Kingsley, Maria. ''Art and Identity : the Creation of an 'Imagined Community' in India." *Global Tides* 1. 2 (2007): 1-10. https://digitalcommons.pepperdine.edu/globaltides

৫. Chandra, Bipan; Mukherjee, Mridula And Mukherjee, Aditya. *India After Independence: 1947-2000.* United Kingdom: Penguin, 2002, Print

৬. Varshney, Ashutosh. "Contested Meanings: India's National Identity, Hindu Nationalism, and the Politics of Anxiety. "*Summer* 122. 3 (1993) : 227-261. https://www.jstor.org/stable/20027190

৭. Nanda, Subrat K. "Cultural Nationalism in a Multi-national Context: The Case of India." *Sociological Bulletin* 55.1 (2006): 24-44. https://www.jstor.org/stable/23620521

৮. Parekh, Bhikhu. "Defining India's Identity." *India International Centre Quarterly* 33. 1 (2006):115. https://www.jstor.org/stable/23005931